গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা ।

নং-৩৯.০১২.০০২.০৪.০৩.০০৬.২০১২

তারিখঃ ১১-০৬-২০১২

বিষয়ঃ বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত) ।

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন /প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে । কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন সকল কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হচ্ছে না । সরকার এ সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন / প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা আরো গতিশীল এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ

এ নীতিমালা " বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা" নামে অভিহিত হবে ।

২। সজ্ঞাঃ বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়ঃ

২.১। বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠান' বলতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনা / উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন /বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার /সিম্পোজিয়াম /কর্মশালা /প্রদর্শনী আয়োজনকারী বিশ্ববিদ্যালয়/ বিজ্ঞান ভিত্তিক পেশাজীবীসংগঠন এবং বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান/সংগঠনকে বুঝাবে । এ ব্যাপারে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে ;

২.২। 'সিম্পোজিয়াম' বলতে একাধিক বক্তা কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোনো একটি নিদিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা সভাকে বুঝাবে;

২.৩। 'সেমিনার' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনার বুঝাবে;

২.৪। 'কর্মশালা' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা বুঝাবে;

২.৫। 'জার্নাল' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রকাশনাকে বুঝাবে;

২.৬। 'প্রর্দশনী' বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কোনো প্রর্দশনীকে বুঝাবে;

২.৭। 'মাস' বলতে খ্রিস্টাব্দ মাস বুঝাবে;

২.৮। 'বছর' বলতে আর্থিক বছর বুঝাবে;

২.৯। 'বিভাগ' বলতে বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগকে বুঝাবে;

৩.০ । আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে যে সকল শর্ত পালন করতে হবেঃ

৩.১। অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন ব্যতীত অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর /বিধিবদ্ধ সংস্থার রেজিষ্ট্রেশন অথবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন থাকতে হবে;

৩.২। বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যালয় থাকতে হবে;

৩.৩। প্রত্যেক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রতি অর্থ বছরে নিয়মিত প্রকাশনা, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম,কর্মশালা বা প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পর্কে তথ্যাদি পেশ করতে হবে;

৩.৪। সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকতে হবে;

৩.৫। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের প্রমাণাদি আবেদনপত্রের সহিত জমা দিতে হবে;

৩.৬। সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত আয়ের উৎস থাকতে হবে ।

৩.৭। আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের যেকোন তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব থাকতে হবে এবং বির্গত এক বছরের গচ্ছিত অর্থের ব্যাংক সার্টিফিকেট দাখিলের নিশ্চয়তা প্রদানসহ এ মর্মে একটি সনদপত্র/ অঙ্গীকারনামা আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে । অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে ।

৩.৮। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের হিসাব কোন স্বীকৃত অডিট ফার্ম/সংস্থার মাধ্যমে অডিট করাতে হবে ।

৩.৮.১। অডিট রিপোর্টে অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সরকারী অনুদানের হিসাবও লিপিবদ্ধ থাকতে হবে ।

৩.৯। বিগত অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত অনুদানের ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে ।

৪। প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাঃ

৪.১। অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থে কোনো অবস্থাতেই উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, কোনো প্রকার যন্ত্রপাতি বা অফিস সরজ্জামাদি ক্রয় করতে পারবে না

৪.২। কোনো অবস্থাতেই উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি /সম্মানী প্রদান এবং অফিস পরিচালনার জন্য অনুদানের অর্থ ব্যয় করা যাবে না ।

৪.৩। প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী/ প্রকাশনা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হতে হবে।

৪.৪। অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থ নির্দিষ্ট অর্থ বছরের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহারে অসমর্থ হলে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অব্যয়িত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ দিতে হবে ।

৫.০। আবেদন বাছাই ও অনুদান বরাদ্দ কমিটিঃ

আর্থিক অনুদান বরাদ্দের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠিত হবেঃ

১।	যুগ্ম-সচিব/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা,বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সভাপতি
২।	মহাপরিচালক,জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	-সদস্য
৩।	মহাপরিচালক, ব্যান্সডক	-সদস্য
৪।	উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা,বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৫।	উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬।	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	-সদস্য
৭।	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	-সদস্য
৮।	সিনিয়র সহকারী সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সদস্য-সচিব

৬.০। অনুদান প্রদানের পদ্ধতিঃ

৬.১। প্রতি অর্থ বৎসরের শুরুতে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ১(এক)টি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং ১ (এক)টি জাতীয় ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দিতে হবে । বিজ্ঞাপনে অন্ততঃ ১ (এক)মাসের সময় দিয়ে আবেদন আহবান করা হবে;

৬.২। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির জবাবে আগ্রহী বেসরকারী বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-ক) আবেদন করতে হবে;

৬.৩। প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে;

৬.৪। অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুদানের জন্য বেসরকারী বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের বিষয়টি চুড়ান্ত করা হবে;

৬.৫। একই বিষয়ে একাধিক বেসরকারী বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান আবেদন করলে অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবেঃ

৬.৫.১। যে সকল বেসরকারী বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর কাজের পরিধি অধিক ও কাজের গুনগতমান সন্তোষজনক;

৬.৫.২। যে সকল বেসরকারী বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর সদস্য সংখ্যা/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা অধিক;

৬.৫.৩। যে সকল বেসরকারী বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে কোনো সরকারী অনুদান পায়নি সে সকল বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান;

৬.৬। কোন বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে এক অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করা হবে;

৬.৭। বাংলাদেশের অনগ্রসর এলাকাসমূহকে বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজ্ঞান সম্প্রসারণের স্বার্থ বিশেষভাবে বিবেচনা করে অনুদান প্রদান করা হবে।

৬.৮। কোনো প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রাপ্ত অর্থের সন্তোষজনক ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারলে সে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে অনুদান প্রদানের বিষয়টি বিবেচিত হবে। অনুদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এবং অনুদান প্রদানের মঞ্জুরী আদেশ (সরকারী জি,ও) এ সকল প্রক্রিয়া প্রতি অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে।

৬.৯। প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/ প্রদর্শনী সম্পাদন শেষে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে;

৭.০। অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

৭.১। অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে;

৭.২। পরিদর্শনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কিংবা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও প্রতিবেদন মূল্যায়ন করবেন;

৭.৩। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারী বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠাসমূহ পরিদর্শন ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে;

৭.৪। পরির্দশনকারী কর্মকর্তা অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বরাবর পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ বছরান্তে অনুদান বরাদ্দ কমিটির সভায় মূল্যায়ন করা হবে ;

৭.৫। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে অনুদান বরাদ্দ কমিটি অনুদানের অর্থ বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে পারবে।

১১/৬/১২

(ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার)
সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়